The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 3 No. 6 August 2010
Page 67-80 Published on June 2014 by the Registar, Dhaka University
ISSN-2075-3098

বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ভূমিকা

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

Morphology is the part of grammar which studies the forms of word. Inflectional affix and derivational affix are the basic concept of morphology. Bangla inflectional affixes are very important to form words. So it is very important to know the structure and usages of Bengali inflectional affixes. Traditionally these affixes are evaluated according to structure and meaning. But inflectional affixes should be evaluatd according to meaning.This article will be clarified about the structure of inflectional affixes and their use which are used in Bengali language.

চাবিশব্দ: প্রত্যয়ীকরণ, শূন্যপ্রত্যয়, রূপমূল, বিভক্তি বদ্ধশ্রেণি, ভাষাশ্রেণি

প্রত্যয়ের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ: শব্দগঠনে প্রত্যয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণিক উপাদান হিসেবে বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় নতুন শব্দগঠনের অন্যতম কৌশল। বাংলা ব্যাকরণের প্রত্যয় অভিধা সংস্কৃত ব্যাকরণ হতে আগত। বাংলা ব্যাকরণের শব্দতত্ত্ব অংশে প্রত্যয় আলোচিত হয়েছে। প্রথাগত ব্যাকরণবিদেরা প্রত্যয়ের সংজ্ঞার্থ নিরূপণে এর ব্যবহারিক দিকের আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'প্রত্যয়:'প্রতি' পূর্বক ই- ধাতু ও অচ প্রত্যয়যোগে প্রত্যয় শব্দটি নিষ্পন্ন। সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে-বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি ধাতুর উত্তর যুক্ত হয়ে শব্দ এবং শব্দের উত্তরে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে তাদের নাম প্রত্যয়। যেমন- কৃ+অনট = করণ। গম+ক্তিন =গতি। পৃথিবী+অণ= পার্থিব। শরীর +ঠক= শারীরিক (ভট্টাচায, ১৯৯৫: ৩২)। 'ধাতু ও শব্দমূলের পরে যে সকল বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হইয়া নূতন শব্দ গঠন করে,

তাহাদিগকে প্রত্যয় বলে (আজাদ, ১৯৯৪ : ২৫৮)। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ মতে, "সুপ তিঙ কৃতদ্ধিতা ঃ প্রত্যয়াঃ (ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত)। অর্থাৎ প্রকৃতির উত্তর বিহিত সুপ, তিঙ, কৃৎ ও তদ্ধিতকে প্রত্যয় বলা হয়। প্রত্যয় শব্দের সম্প্রসারণ ঘটায় - 'A word may be inflected by adding affixes or various types of internal changes' (Trask, 2007: 8) । বদ্ধরূপমূল হিসেবে এ সব প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে- 'An affix is usually defined as an obligatorily bound morph that is not a root' (Asher, 1994: 44)। এ কথার সমর্থন অন্যত্রও পাওয়া যায়- 'Afix: A grammatical element which can not form a word by itself . Affixes are bound morphemes, in the sense that they are meaningful units (morphemes) which can not exist independently of another morpheme to which they must be attached' (Trask,)। শব্দগঠনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রত্যয়কে গণ্য করেছেন Asher; তিনি বলেছেন- 'Affix: Morphology is customarily divided into inflection and word-formation, and word-formation in turn into derivation and compounding. Inflection and derivation are both to do with complex noncompound words... that is, words typically consisting of base (a root, stem or word) and an exponent of a morphological category, usually but not always in the shape of an affix' (Asher, 1672) ।

ব্যাকরণে প্রত্যয়ের ব্যবহার অতি প্রাচীনকাল থেকেই লক্ষণীয়। এমনকি ' পাণিনির আগে থেকেই বাক্যে ব্যবহৃত পদকে প্রকৃতি-প্রত্যয়যোগের ফল হিসাবে চিহ্নিত করার ব্যাকরণসিদ্ধ প্রক্রিয়া সংস্কৃতভাষাশরীরে যাবতীয় ভাষিক উপাদান বিশ্লেষণ ও সনাক্তকরণের পথ প্রশস্ত করেছিল। -- একাধিক পদ জুড়ে পদসঙ্ঘ বা সমাস সংগঠনের সময় আরও কিছু রূপতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রত্যয়ীকরণ (affixation), প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অংশ হিসাবে বাড়তি বর্ণ বা অক্ষরের উপস্থিতি অর্থাৎ আগম (augmentation), প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের আংশিক বা সামগ্রিক ছাঁটাই, অর্থাৎ লোপ (elision), একটিমাত্র বর্ণের রূপান্তর অর্থাৎ বিকার এবং প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের সামগ্রিক বা আংশিক রূপান্তর অর্থাৎ আদেশ (replacement) শব্দরূপতত্ত্বের মৌলনীতি হিসাবে বিধিবদ্ধ হয়েছে (দাস, ২০০৫: ৭৩)।

প্রত্যয়ের প্রকারভেদ: পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রত্যয় গঠনের রীতিতে স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্নতা রয়েছে। ভাষাভেদে ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্রের জন্যই এরূপ হয়ে থাকে। যেমন,

ইংরেজি, তলগসহ পৃথিবীর অনেক ভাষায় প্রত্যয় (affix) তিন প্রকার। সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয়- ১। প্রথমশ্রেণিভুক্ত প্রত্যয় ২। ধাত্বংশ প্রত্যয় ৩। কৃৎপ্রকরণবহির্ভূত প্রত্যয় ৪। কৃৎ প্রত্যয় (primary suffix) ও ৫। তদ্ধিত প্রত্যয় (secondary suffix)' (দাস, পূর্বোক্ত) ইত্যাদি অভিধায় আশ্রিত হলেও 'সংস্কৃত ব্যাকরণে প্রত্যয় সাধারণত তিন প্রকার ক) বিভক্তি প্রত্যয় খ) কৃৎ প্রত্যয় গ) তদ্ধিত প্রত্যয় (আসাদুজ্জামান, ২০০৮: ৭৯-৯২)। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় দুই প্রকার- কৃৎ প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়। বাংলা ব্যাকরণের এ প্রত্যয় অভিধায় অর্থ ও সংগঠন দুই-ই সমভাবে প্রযুক্ত। সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে- শব্দ বা ধাতুর পরে যে বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠিত হয় তাকে বলা হয় প্রত্যয়। আধুনিক ব্যাকরণে কেবল শব্দ বা ধাতুর পরে নয়; শব্দের প্রথমে, মধ্যে বা শেষে যে সব বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয় তাদেরক বলা হয় প্রত্যয়। উল্লেখ্য যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রত্যয় শ্রেণিকরণের সঙ্গে আধুনিক ব্যাকরণের প্রত্যয় বিভাজন ও সংজ্ঞার্থে সাদৃশ্য বর্তমান। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণে কৃৎপ্রত্যয়বহির্ভূত প্রত্যয়কে বিকিরণ জাতীয় প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে- যা আধুনিক ব্যাকরণে মধ্য প্রত্যয়ের (infix) সঙ্গে সাযুজ্য রয়েছে। এ ছাড়া আধুনিক ব্যাকরণের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণেও শূন্যপ্রত্যয়ের (zero suffix) উল্লেখ আছে। এমনকি ' বাক্যে বিভক্তিচিহ্নহীন nominative পদ হিসাবে লতা, নদী,বণিক, ভূভৃৎ ইত্যাদিও এবং অন্যতম পদ হিসাবে বিভক্তিচিহ্নহীন অব্যয়ের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতেও পদ্ধতিটি সমানভাবে উপযোগী গণ্য হয়েছে (দাস, পূর্বোক্ত: ৭৩-৭৪)। আলোচ্য প্রবন্ধে সম্প্রসারিত প্রত্যয় বলতে প্রথাগত ব্যাকরণে ব্যবহৃত শব্দের ও অর্থের সম্প্রসারণে সহায়ক বদ্ধরূপমূলকে বুঝানো হয়েছে।

সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য: 'রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় বিভক্তি যুক্ত হওয়ার ফলে এর গঠন প্রকৃতি ও অর্থ প্রকাশে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এ ভূমিকার ভিত্তিতে রূপমূলকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- সম্প্রসারিত রূপমূল (inflectional morpheme) ও সাধিত রূপমূল (derivational morpheme)। মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বদ্ধরূপমূলের চিহ্ন হিসেবে প্রত্যয় ও বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ ও বচনের পরিবর্তন নির্দেশ করে। এ শ্রেণীর রূপমূল সম্প্রসারিত রূপমূল নামে পরিচিত (আসাদুজ্জামান, পূর্বোক্ত)। অর্থাৎ যেসব প্রত্যয় মুক্তরূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ,ও বচনের কেবল সম্প্রসারণ ঘটায়; কোনরকম পদগত পরিবর্তন সাধন করে না সেসব প্রত্যয়কে বলা হয় সম্প্রসারিত প্রত্যয়। এ সব প্রত্যয় পদের বা শব্দের রূপ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্প্রসারিত প্রত্যয় বদ্ধরূপমূল হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়, কারণ

বাক্যে এরা স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে হকেটের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য- " Inflectional affixes are thus much the same as markers, except that, whereas markers are separate words, inflectional affixes are bound forms (Hockett, 1958: 209) । উপরিউক্ত সংজ্ঞার ভিত্তিতে বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়- ক) সম্প্রসারিত প্রত্যয় শব্দের সম্প্রসারণ ঘটায় খ) সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের সাহায্যে নতুন শব্দ গঠিত হয়। গ) সম্প্রসারিত প্রত্যয় নতুন অর্থ প্রকাশক ঘ) সম্প্রসারিত প্রত্যয় শব্দের গুণ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক ঙ) এটি নতুন শব্দ তৈরি ও প্রয়োগের বিশেষ রীতি চ) এ প্রত্যয়ের সাহায্যে বাংলা ভাষার বচন, কারক, সম্বন্ধ পদ, তুলনার মান, পুরুষ ইত্যাদির রূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়ে থাকে। ছ) সাধিত প্রত্যয়ের তুলনায় সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ব্যবহার অধিক; কারণ ভাষায় ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি বিশেষ্যের সঙ্গেই সম্প্রসারিত প্রত্যয়যোগে শব্দ গঠিত হতে পারে।

বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের নির্বাহন পরিধি: বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয় অর্থ ও শব্দের সম্প্রসারণ ঘটায়। শব্দের আভ্যন্তর রূপ ও অর্থ পরিবর্তনই এই প্রত্যয়ের প্রধান নির্বাহন। 'রূপমূল বা শব্দগঠন ও মুক্ত রূপমূলের গঠন প্রকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপমূলের অর্থ প্রসারের ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়ের গুরুত্ব অপরিসীম' (মোরশেদ, ২০০২: ৩৩৭)। বাংলা শব্দগঠনের স্বরূপ আলোচনা করলেই প্রত্যয়ের ভূমিকা সহজেই উপলব্দ হবে। আমরা জানি, গঠনগত দিক থেকে শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত-

১। মৌলিক শব্দ (root word or simple word)

২। সাধিত শব্দ (composed word or derived word)

'সাধিত শব্দ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ক) প্রত্যয় সাধিত শব্দ (inflected word) খ) সমাস সাধিত শব্দ (compounded word)' (চট্টোপাধ্যায়, ১৯৩৯: ১২২)। 'যে সকল শব্দ বিশ্লেষণ করিলে, তাহাদের মধ্যে মৌলিক ভাব দ্যোতক একটা অংশ পাওয়া যায় এবং ঐ মৌলিক ভাবটীর প্রসারক, সঙ্কোচক অথবা অন্য উপায়ে উহার অর্থের মধ্যে পরিবর্তন আনয়নকারী কোনও অংশ (যাহাকে প্রত্যয় বলে) পাওয়া যায়, সেই সকল শব্দকে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বলে (চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত)। সাধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দের পদগত পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ এ প্রত্যয়ের সাহায্যে পদের রূপতাত্ত্বিক শ্রেণি পরিবর্তন হয়। অন্যদিকে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের সাহায্যে শব্দের পদগত পরিবর্তন

সাধিত হয় না শব্দের সম্পসারণ ঘটে মাত্র। বাংলা ভাষায় এই প্রত্যয় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়-

ক) বচন নির্দেশে
খ) বিভক্তি নির্দেশে
গ) পুরুষ নির্দেশে
ঘ) ক্রিয়ার কাল নির্দেশে
ঙ) তুলনার মান বুঝাতে

বচন নির্দেশক বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়: 'ভাষায় যেসব চিহ্ন দ্বারা এক বা একাধিক সংখ্যা বা সংখ্যক বুঝায় তাকে প্রচলিত ব্যাকরণে বচন (number) বলা হয়' (ইসলাম, ১৯৯৮ : ১০১)। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যাহার দ্বারা পদার্থের সংখ্যার বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মে, তাহাকে বচন (number) বলে (চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, পূর্বোক্ত: ২০৯)। বচন নির্দেশক বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয় বলতে এখানে বহুবচন নির্দেশক বদ্ধরূপমূলকে বুঝানো হয়েছে। বাংলা শব্দগঠনে এসব প্রত্যয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেননা, 'সম্প্রসারিত রূপমূল বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যাকরণগত সম্পর্ক নির্দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে প্রত্যয় সংযুক্তির মাধ্যমে বহুবচন নির্দেশের প্রক্রিয়া অত্যন্ত সাধারণ (মোরশেদ, আবুল কালাম, পূর্বোক্ত)। বাংলায় বচন নির্দেশক প্রত্যয়ের মধ্যে -রা,-এর,-দের, -দেরকে,-দিগকে , -গুলো,-গুলি,-গুলা, -সব,-সকল,-সমস্ত,-এত,-কত,-কতক,-কয়েকটা,-কুল,-গণ,-দল,-আবলী,-নিকর,-পুঞ্জ,-পাল,-মণ্ডলী,-মালা,-রাজি,-বৃন্দ,-মহল,-সমূহ,-রাশি,-বর্গ,-শ্রেণি,-সমুদয়,-দাম,-আবলি,-নিচয় প্রভৃতি বহুল ব্যবহৃত হয়। বাংলায় শব্দগঠনে মোটামুটি শব্দের পরে বহুবচনসূচক প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দের বহুত্ববাচকতা নির্দেশ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র সরকার বলেছেন, 'একবচন থেকে বহুবচন করতে হলেও প্রত্যয় জুড়তে হয়'(ইসলাম, পূর্বোক্ত: ১০৩)। স্মর্তব্য যে, যা গণনা করা যায় কেবল তারই বচন হয়। পানি, লবণ ইত্যাদি গণনাযোগ্য নয় বলে এগুলির বচন হয় না।

বিভক্তি নির্দেশক বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়: 'বাক্যস্থিত একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের অন্বয় সাধনের জন্য শব্দের সঙ্গে যে সকল বর্ণ যুক্ত হয়, তাদের বিভক্তি বলে। যেমন- ছাদে বসে মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন (চৌধুরী, ১৯৮৩ : ১৩৩)। বাংলায় শব্দবিভক্তি ও ক্রিয়াবিভক্তি নামে দুই প্রকার বিভক্তি প্রচলিত। শব্দবিভক্তি আবার বিভক্ত সাত ভাগে; একবচন ও বহুবচনভেদে এসব বিভক্তির আকৃতিগত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বিভক্তির চিহ্ন বা প্রত্যয়গুলি মূলত কারক নির্দেশে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণে

বলা হয়,'বিভক্তি (case termination) হচ্ছে কারকসূচক ধ্বনিসমষ্টি বা পদাংশ (সিরাজ, ১৯৯৭: ৯৩)। আবার কারক নির্দেশে ব্যবহৃত অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় শব্দগুলি বাক্যে স্বতন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এগুলিকে সার্বিক বিচাওে প্রত্যয়রূপে গণ্য করার অবকাশ থাকে না। বিভক্তি নির্দেশক বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয় ব্যবহারের নিয়ম- ১। অপ্রাণী বা ইতর প্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে রা যুক্ত না হয়ে গুলি, গুলা যুক্ত হয়। যেমন- জমিগুলো, ধানগুলো, ছাগলগুলি, ভেড়াগুলি, কুকুরগুলি ইত্যাদি। তবে সম্বন্ধ পদে ও বা এর বিভক্তি ব্যবহৃত হয়-সেলিম+এর= সেলিমের, আমি+র= আমার ২। অপ্রাণিবাচক শব্দের পরে শূন্যবিভক্তি ব্যবহৃত হয়- বই দাও, খাতা নাও ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে কে বা রে বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না ৩। স্বরান্ত শব্দের পরে এ বিভক্তি -য় বা -য়ে রূপে ব্যবহৃত হয়- ঝি+এ= ঝিয়ে, খাল+এ= খালে; ঘোড়া +এ= ঘোড়ায়, বাড়ি+তে= বাড়িতে ইত্যাদি ৪। অ-কারান্ত ও ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে প্রায়ই রা স্থানে এরা হয় এবং ষষ্ঠী বিভক্তির র স্থানে এর যুক্ত হয়। যেমন - বালক+রা= বালকেরা, লোক+রা= লোকেরা ; মানুষ+এর= মানুষের, লোক+এর= লোকের ইত্যাদি। ৫। কাল শব্দের পরে কেবল এর বিভক্তি যুক্ত হয়- কাল+এর= কালের। ৬। সময়বাচকতা নির্দেশে সম্বন্ধ পদে কার ব্যবহৃত হয়; যেমন- আগে+কার= আগেকার, আজি+কার- আজিকার- আজকের ইত্যাদি।

পুরুষ নির্দেশক বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়: শব্দের যে রূপ দ্বারা বক্তা, শ্রোতা বা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়, তাকে পুরুষ বলে। ব্যক্তিভেদে শব্দের রূপভেদ জানা ও পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপবৈচিত্র অন্বেষণ- এই দ্বিবিধ কারণে বাংলা ব্যাকরণে পুরুষের গুরুত্ব বিদ্যমান। যেমন- খা ধাতুর পুরুষভেদে সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার নিম্নরূপ-

আমি	খাই
আমরা	খাই
তুমি	খাও
তোমরা	খাও
তুই	খাস
তোরা	খাস
সে	খায়
তারা	খায়
তিনি	খান
তাঁরা	খান

উপর্যুক্ত উদাহরণে দেখা যাচ্ছে যে একই কালের ক্রিয়া হয়েও পুরুষ ভেদে খা ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দের সম্প্রসারণ ঘটেছে।

খা +ই

+ও

+স

+য়,এ

+ন

আবার বিভিন্ন কালেও একই ক্রিয়ার রূপ পুরুষভেদে পরিবর্তিত হয়। ফলে কোন ধাতুর সাথে কোন কোন কালে কোন প্রত্যয় যুক্ত হবে (ই, ও, স, য়/এ, ন) তা নির্ধারিত হবে ক্রিয়ার কর্তার পুরুষ অনুসারে। একই পুরুষের ক্রিয়াও আবার তুচ্ছতা, আদর বা সম্ভ্রম অনুসারে পরিবর্তিত হয়। এ কারণে পুরুষ এবং পুরুষের সাথে প্রত্যয়ের ব্যবহারের দিক অবগত হওয়া আবশ্যক।

ক্রিয়ার কাল নির্দেশক বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়: কালের পরিবর্তনে প্রত্যয় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। যেমন- সাধারণ বর্তমান: সেলিম খায়

ঘটমান বর্তমান: সেলিম খাচ্ছে

পুরাঘটিত বর্তমান: সেলিম খেয়েছে

উদাহরণে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে -য়, -চ্ছে, -এছে ইত্যাদি প্রত্যয়। এভাবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়ার রূপও পরিবর্তিত হয়।

তুলনার মান বুঝাতে ব্যবহৃত বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়: বাংলা ভাষায় বিশেষণের মাত্রা বা তারতম্য বুঝাতে কয়েকটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, একে বিশেষণের অতিশায়ন বলে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের অতিশায়নে দুয়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয় -তর এবং বহুর মধ্যে ব্যবহৃত হয় -তম প্রত্যয়। যেমন- মেঘদুত কালিদাসের মহত্তম সৃষ্টি। তৎসম শব্দের বহুর অতিশায়নে বাংলায় ইষ্ঠ প্রত্যয় যোগ হয়। যেমন- ভাইদের মধ্যে সাবাব জ্যেষ্ঠ ও আদিব কনিষ্ঠ।

বাংলা সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ব্যবহার বিধিঃ বাংলা ভাষায় প্রত্যয় দুই প্রকার- কৃৎ ও তদ্ধিত। স্মতব্য যে, সম্প্রসারিত প্রত্যয়, প্রত্যয়ের আলাদা কোন বিভাজন নয়; কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের মধ্যে যে সব প্রত্যয় কেবল শব্দের ও অর্থের সম্প্রসারণে ভূমিকা পালন করে, সেসব প্রত্যয়কে বুঝানো হয়েছে। সম্প্রসারিত প্রত্যয় ও সাধিত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে রূপতত্ত্বে রূপমূলের দুটি ভাগ যথাক্রমে সম্প্রসারিত রূপমূল ও সাধিত রূপমূল করা হয়েছে। প্রত্যয়ের ভিন্নতাই রূপমূলের এ শ্রেণিকরণের মূল উপজীব্য। শব্দের প্রথমে, মাঝে বা শেষে বসে সম্প্রসারিত প্রত্যয়গুলো শব্দের সম্প্রসারণ ঘটায় ও শব্দের রৌপ-পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় মধ্য প্রত্যয় সুলভ হলেও বাংলা ভাষা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বাংলায় অন্ত্য প্রত্যয়ের ব্যবহার সমধিক। অন্ত্য প্রত্যয় প্রথাগত ব্যাকরণে পরাসর্গ বা প্রত্যয় (suffix) নামে পরিচিত। সংজ্ঞার্থে বলা হয়েছে- A letter or sound or group of letters or sounds which are added to the end of a word, and which change the meaning or function of the word (Richards, Jack and other (eds), 1985: 281) । বাংলা ভাষার সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ব্যবহারের নিয়মাবলী নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত বাংলা প্রত্যয় (আদি ও অন্ত্য প্রত্যয়, কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়)

১। অ

-অ প্রত্যয় বাংলায় শব্দের প্রারম্ভে ও অন্তে বসে। শব্দের প্রারম্ভে অ প্রত্যয়টি নিন্দিত, অভাব ও ক্রমাগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- অকেজো, অচেনা, অপয়া, অচিন, অজানা, অথৈ, অঝোর, অঝোরে ইত্যাদি। ভাব বাচ্যে অ প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন- ধর+অ= ধর, মার+অ=মার ইত্যাদি। অ উচ্চারণে লুপ্ত হলেও স্বরধ্বনির পরিবতন ঘটে- দুল+অ= দোল, খুঁজ+অ= খোঁজন ইত্যাদি। -অ অনেক সময় ও-কার উচ্চারিত হয়- ডুব+অ= ডুবো, পড়+ অ= পড়ো প্রভৃতি। 'অনুকার শব্দের শেষে -অ যোগে শব্দ বিশেষণে পরিণত হয় এবং অ প্রত্যয় বিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয় না- কটমট+অ= কটমট (ভাষা); ছলছল+অ=ছলছল (বেদনা); ঢল ঢল+অ= ঢলঢল (রূপ) (হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল, ২০০৩: ৮৩)।

২। আ

-আ প্রত্যয় অভাব, বাজে ও নিকৃষ্ট অর্থে বাংলায় আদ্য প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন- আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি, আকাঠা, আগাছা ইত্যাদি। নাম ধাতু গঠনে এ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- কাট+আ= কাটা, শুন+আ= শুনা, রাঁধ+ আ= রাঁধা ইত্যাদি। আ প্রত্যয়ের ব্যবহার সম্পর্কে হক (২০০৩) বলেন, ' ইহা কারক ও

ভাববাচ্যেও এবং নাম-ধাতুর গঠনের প্রত্যয়। ইহার ব্যবহার খুবই ব্যাপক এবং না দেখিয়া ইহার বাচ্য নির্ণয় করা চলে না। অধিকন্তু , ইহা নাম-ধাতুগুলি গঠনকালেও যুক্ত হয় বলিয়া ইহার ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় (হক, পূর্বোক্ত: ৭৬)।

৩। আই

আদরে বা নামের সংক্ষিপ্ত রূপ গঠনে আই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন-

জগৎ	জগাই
গণেশ	গণাই
রূপম	রূপাই
নিত্যানন্দ	নিতাই
বিশ্বজিৎ	বিশাই

৪। আও

-আও প্রত্যয়টি ভাবার্থে অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়; যেমন- চড়+আও= চড়াও, ঘির বা ঘের+ আও= ঘেরাও, পাকড়+ আও= পাকড়াও ইত্যাদি।

৫। আন (আনো)

-আন বা আনো প্রত্যয় ণিজন্ত নাম ধাতুর নিষ্ঠা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- কর +আনো= করানো, জাগ+আনো জাগানো, দেখা+আনো= দেখানো, হওয়া +আনো= হওয়ানো ইত্যাদি।

৬। ই (ঈ)

স্ত্রী বাচক অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়-

নানা	নানী
মামা	মামী
দাদা	দাদী
সিংহ	সিংহী
টুনা	টুনী
বান্দা	বান্দী
শালা	শালী
চাচা	চাচী

৭। ইয়া এ

-ইয়া এ প্রত্যয় তৎকালীন বুঝাতে ক্রিয়ার সম্প্রসারণ ঘটায়। যেমন- সে কাল+ এ= সেকেলে, একাল+এ= একেলের ইত্যাদি। অব্যয় জাত বিশেষণ গঠনেও এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন- টনটনে, কনকনে ,ভনভনে, গনগনে, চকচকে ইত্যাদি।

৮। ইলে/লে

অসমাপিকা ক্রিয়া গঠনে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন- চাইলে, পেলে, খেলে, করলে, বললে ইত্যাদি। বাক্যে প্রয়োগ- বইটা ফেরত চাইলে সে অভিমান করল, অত খেলে কাজ করবে কিভাবে? ইত্যাদি।

৯। উয়া

-উয়া প্রত্যয় নাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুনরায় নাম শব্দ গঠন করে। যেমন- পট+উয়া = পটুয়া (যে ছবি আঁকে)

বিদেশি সম্প্রসারিত প্রত্যয়: বাংলা ভাষায় কিছু বিদেশি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়; এর মধ্যে হিন্দি, ফারসি ভাষার প্রত্যয়ের ব্যবহার সমধিক। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল-

১। ওয়ালা আলা: ওয়ালা প্রত্যয় অধিকার, অস্ত্যর্থ, কোন কিছু করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা-

অধিকার অর্থে: বাড়িওয়ালা, পয়সাওয়ালা, মাছওয়ালা, দুধওয়ালা, দিল্লীওয়ালা, হোটেলওয়ালা, কাপড়ওয়ালা ইত্যাদি।

অস্ত্যর্থে: হাতওয়ালা, পাওয়ালা, লেজওয়ালা, মাথাওয়ালা, গাড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালা ইত্যাদি।

কিছু করে অর্থে: পাহারাওয়ালা, বংশীওয়ালা ইত্যাদি।

২। ওয়ান আন (হিন্দি): গাড়োয়ান, দারোয়ান

৩। গর কর:কারিগর, বাজিকর, সওদাগর

৪। দার (ফারসি): কর্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- চৌকিদার, বাজনাদার, চড়নদার, ঠিকাদার, জমাদার, ফুলদার, চুড়িদার, বুটিদার, রংদার ইত্যাদি

৫। বন্দী (ফারসি): জবানবন্দি, সারিবন্দী, নযরবন্দী ইত্যাদি।

সম্প্রসারিত সংস্কৃত প্রত্যয়

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত প্রত্যয়ের কিছু নিয়ম আছে। সম্প্রসারিত সংস্কৃত প্রত্যয়ের সাধারণ কয়েকটি নিয়ম নিম্নরূপে দেখানো যায়-

নিয়ম-১: যে সব শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার মূল স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা- নগর + ষ্ণ = নাগর, মধুর + ষ্ণ = মাধুর্য। (দ্র. অ স্থানে আ, ই,ঈ স্থানে ঐ, উ, ঊ স্থানে ঔ এবং ঋ স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি বলে)।

নিয়ম-২: যে শব্দের সঙ্গে ষ্ণ (অ) প্রত্যয় যুক্ত হয়, তার প্রাতিপদিকের অন্ত্যস্বরের উ-কার ও-কাওে পরিণত হয়। ও+অ সন্ধিতে অব হয়। যথা- গুরু + ষ্ণ = গৌরব, লঘু +ষ্ণ = লাঘব, শিশু + ষ্ণ = শৈশব, মধু + ষ্ণ = মধাব, মনু + ষ্ণ = মানব ইত্যাদি। নিচে এ সব প্রত্যয়ের উদাহরণ সন্নিবেশিত হয়েছে-

১। তা, ত্ব

এ প্রত্যয় বিশেষ্যেও সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুনরায় বিশেষ্য পদ গঠন করে। যেমন- বন্ধুতা, মিত্রতা, শত্রুতা, গুরুত্ব ইত্যাদি।

২। ষ্ণ (অ)

অপত্য অর্থে এই প্রত্যয়টি বিশষ্য পদ থেকে পুনরায় বিশেষ্য পদ তৈরি করে। যথা- মনু+ষ্ণ = মানব, যদু+ষ্ণ= যাদব ইত্যাদি।

৩। ষ্ণি (ই)

সম্পর্ক বুঝাতে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়- রাবণ+ষ্ণি= রাবণি (রাবণের পুত্র), দশরথ+ষ্ণি = দাশরথি

৪। ষ্ণিক (ইক)

দক্ষতা, বেত্তা ও বিষয়ক অর্থে এই প্রত্যয়ের সম্প্রসারণ ভূমিকা বিদ্যমান। যেমন- দক্ষ বা বেত্তা অর্থে- সাহিত্য+ষ্ণিক = সাহিত্যিক, বেদ + ষ্ণিক = বৈদিক, বিজ্ঞান + ষ্ণিক = বৈজ্ঞানিক। বিষয়ক অর্থে- সমুদ্র+ষ্ণিক = সামুদ্রিক, তেমনি নাগরিক, মাসিক, ধার্মিক, সামরিক, সামাজিক ইত্যাদি। এ রূপ 'সংস্কৃতের অনেক সমাস-উত্তরপদ বাংলায়

তদ্ধিত প্রত্যয়ে পরিণত হইয়াছে। ক্ষেত্রবিশেষে তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, সংস্কৃতে "ময়" প্রত্যয় বাংলায় ব্যাপ্তি বোঝায়। দেশময়, জলময় (গোস্বামী, ২০০১: ২০৩)।

প্রত্যয়ের বিকাশ ক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতা

বাংলা ব্যাকরণে প্রত্যয় রূপমূল বা শব্দগঠনের অন্যতম উপাদান। নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি, শব্দের অর্থের পূর্ণতা সাধন, শব্দের অর্থের সম্প্রসারণ, শব্দের অর্থের সংকোচন ও শব্দার্থ পরিবর্তনে প্রত্যয়ের বিকাশ ক্ষমতা সহজেই অনুমেয়। প্রত্যয়গুলোর অর্থবাচতা নেই; কিন্তু অর্থদ্যোতকতা বিদ্যমান; অর্থাৎ স্বাধীনভাবে বাক্যে ব্যবহৃত হতে পারে না বলে সাংগঠনিক ব্যাকরণে তা বদ্ধরূপমূল হিসেবে স্বীকৃত। প্রচলিত ব্যাকরণের প্রত্যয় অভিধায় নানা তাৎপর্য আরোপ করে তা সম্প্রসারিত ও সাধিত প্রত্যয়ে প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। ফলে প্রত্যয়ের ব্যবহারিক তাৎপর্য আরো বিকাশমান। প্রত্যয় কীভাবে সৃষ্টিশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে উঠতে পারে তার প্যাটার্ন নিম্নরূপে দেখানো যেতে পারে-

ক) সম্প্রসারিত প্রত্যয় মুক্ত শ্রেণির সদস্য: যে সব প্রত্যয় বিশেষ্য, বিশেষণ ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হতে পারে, সে সব প্রত্যয় মুক্তশ্রেণির সদস্য হিসেবে গণ্য। ভাষার নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে তা বাক্যে আশ্রিত হয়। কোন ভাষার এরূপ মুক্তশ্রেণির সদস্য অসংখ্য ও অনির্ধারিত। বাংলা ভাষায় সম্প্রসারিত মুক্তশ্রেণির সদস্যের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

খ) সম্প্রসারিত প্রত্যয় বদ্ধশ্রেণির সদস্য: 'বদ্ধ শ্রেণির সদস্য বলতে এমন এক শ্রেণির সদস্যকে বুঝানো হয়েছে ভাষায় যাদের অনুপ্রবেশ সরাসরি ঘটে না। শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় মুক্তরূপমূলের সংশ্লিষ্টতা প্রাথমিক শর্ত হওয়ায় নতুন শব্দগঠন ও শব্দের সম্প্রসারণে এরা সহায়ক প্রপঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়' (আসাদুজ্জামান: পূর্বোক্ত)। সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের সৃষ্টিশীলতা নির্দেশ করে যে, সম্প্রসারিত প্রত্যয়গুলো একাধিক ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। তবে ভাষাভেদে এসব প্রত্যয়ের ব্যবহার যেমন নির্দিষ্ট তেমনি ভূমিকাও স্বতন্ত্র।

গ) ভাষাশ্রেণিকরণে সম্প্রসারিত প্রত্যয়ের ভূমিকা: পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাগুলিকে নানা বংশে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণিকরণে কয়েকটি মানক বিবেচ্য। এর মধ্যে একটি হলো রৌপশ্রেণিকরণ। গোস্বামী এ প্রসঙ্গে বলেন, 'ভাষাতত্ত্বের একটি মূল কথা রূপতত্ত্ব (morphology) অর্থাৎ পদ-গঠন। এই পদ গঠনের ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার একটি রূপতত্ত্বানুগত (morphological) গোষ্ঠীবিভাগ হয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষায় পদ গঠনের রীতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার (গোস্মামী, ১৪০৪: ১২)। ভাষার রৌপ শ্রেণিকরণ আবার চার প্রকার- অসমবায়ী, সর্বসমবায়ী, যৌগিক ও সমন্বয়ী (inflectional)। সম্বন্বয়ী রৌপশ্রেণিকরণে প্রত্যয়ের ভূমিকা রয়েছে। এই শ্রেণির ভাষাতে পদের সম্পর্কসূচক চিহ্ন

শব্দের মধ্যে যে কোন জায়গায় বসতে পারে এবং শব্দ মধ্যে এমনভাবে তা মিশে যায় যে, প্রকৃতি, প্রত্যয় প্রভৃতি তা থেকে বিশ্লিষ্ট করা সম্ভব হয় না। 'ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর কতিপয় ভাষা , সংস্কৃত বা সংস্কৃত থেকে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জাত ভাষা (যথা : বাংলা ভাষা) এই শ্রেণীর ভাষার উদাহরণ (হক, মহাম্মদ দানীউল, ২০০২: ৩৩৫)।

উপসংহার

সম্প্রসারিত প্রত্যয় বাংলা ভাষার শব্দগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সব প্রত্যয়ের ব্যবহার তাই ভাষায় প্রাচীন কাল থেকেই লভ্য। প্রথাগত ব্যাকরণবিদগণ প্রত্যয়ের যে ধারণা প্রদান করেছেন, সাংগঠনিক ব্যাকরণবিদগণ তা সুসংহত করেছেন মাত্র। প্রচলিত ব্যাকরণে আদি প্রত্যয় ও অন্ত্য প্রত্যয় অভিহিত হয়েছে উপসর্গ ও প্রত্যয় নামে। অথচ সাংগঠনিক ব্যাকরণে সব প্রত্যয়ই প্রত্যয় (affix) নামে পরিগণিত। সাংগঠনিক ব্যাকরণবিদগণ প্রত্যয় বিচার করেছেন সংগঠনের ভিত্তিতে। অপরদিকে প্রথাগত ব্যাকরণবিদগণ আর্থ ও রৌপ- এ দ্বিবিধ মানদণ্ডে প্রত্যয় বিচারে প্রয়সী ছিলেন। প্রত্যয় বিচারের মানদণ্ডে আর্থ হওয়াই অভিপ্রেত। সম্প্রসারিত প্রত্যয় বিচারের ক্ষেত্রেও এই অভিমত সমভাবে প্রযোজ্য।

তথ্য-নির্দেশ

আজাদ, হুমায়ুন (সম্পাদিত), ১৯৯৪, *মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ-২৫৮

আসাদুজ্জামান, মুহাম্মদ, ২০০৮, বাংলা সাধিত প্রত্যয়: পুনর্বিচার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা, পৃ-৭৯-৯২

ইসলাম, ডঃ রফিকুল, ১৯৯৮, *বাংলা ব্যাকরণ সমীক্ষা*, ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী,পৃ-১০১

গোস্বামী, ড. কৃষ্ণপদ, ২০০১, *বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস*, কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, পৃ-২০৩

গোস্মামী, ডঃ বিজয়া, ১৪০৪, *তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত*, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভা-ার, পৃ-১২

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, ১৯৩৯, *ভাষা প্রকাশ-বাঙ্গালা ব্যাকরণ*, কলিকাতা: রুপা এ্যান্ড কোম্পানী, পৃ-১২২

চৌধুরী, মুনীর ও চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার, ১৯৮৩, *বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পৃ-১৩৩

দাস, করুণাসিন্ধু,২০০৫,*সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভাষা প্রসঙ্গ*, কলকাতা: সন্দেশ,পৃ-৭৩

ভট্টাচার্য, দিলীপ কুমার, ১৯৯৫, *সিদ্ধান্তকৌমুদীর আলোকে কৃৎ প্রত্যয় বিচার*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ- ৩২

মোরশেদ, আবুল কালাম, ২০০২, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ-৩৩৭

সিরাজ,কাজী, ১৯৯৭, *আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ-৯৩

হক, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল, ২০০৩, *ব্যাকরণ মঞ্জরী*,ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ-৮৩

হক, মহাম্মদ দানীউল, ২০০২, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ- ৩৩৫

Asher, R.E(eds), 1994, *The Encyclopedia of Language and Linguistics*, Oxford: pergamon press, p-44

Hockett, Charles F.1958, *A course in modern linguistics*, New Delhi, Bombay and Calcutta: Oxford and IBH publishing co.p-209

Richards, Jack and other (eds), 1985, *Longman Dictionary of applied Linguistics*, England: Longman group uk ltd.p-281

Trask, R.L. 2007, *Language and Linguistics: the key concepts*, London and New York: Routledge, p-8